দৈনিক জনকণ্ঠ

52

তারিখ AUG. 1 9. 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

# চবিতে ঘন ঘন সংঘর্ষ ও অনির্ধারিত বন্ধে অচলাবস্থা ॥ ১৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি দীর্ঘমেয়াদী অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত শিক্ষা জীবন। ঘন ঘন ছাত্র সংঘর্ষ ও অনির্ধারিত বন্ধের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগের সেশন জট তিন বছর ছাড়িয়ে গেছে।

ক্যাম্পাস বাস বন্ধের প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন এবং ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে গত ১৩ আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। একই সাথে সকল আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে হল ত্যাগেরও নির্দেশ দেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনগুলো অব্যাহত আন্দোলন কর্মসূচী প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও খোলার পূর্ব মুহূর্তে আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে। ক্যাম্পাস বাস চালুর দাবিতে ছাত্র সংগঠনগুলো আবারও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে সংগঠন সূত্র জানায়। ছাত্র সংগঠনের মতে, ক্যাম্পাস বাস চালু না করে কোনক্রমেই একাডেমিক কার্যক্রম চালু হতে দেয়া হবে না। অপর দিকে এখনও পর্যন্ত বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে কোন না নিলেও আরও বেশ কিছু দিন সময় লাগতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে। তবে ক্যাম্পাস বাস চালুর ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনের কোন দাবি মেনে নেয়া হবে না। ফলে জটিলতা নিরসনে দীর্ঘ সময়ের আশঙ্কা করছে অভিজ্ঞ মহল। এ ছাড়া এখনও জটিলতা নিরসনে ছাত্র সংগঠনের সাথে সমঝোতা বৈঠকের কোন উদ্যোগ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এদিকে আকস্মিকভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষাসমূহ স্থগিতাদেশের ফলে বিভিন্ন বিভাগের অন্তত পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে প্রথমবর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার্থী রয়েছে অন্তত তিন সহস্রাধিক। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেও পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত সকলকেই হতাশ করেছে। বিশেষ করে হলে অবস্থানরত দূর-দূরান্তের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়। বর্তমানে উক্ত পরীক্ষার্থীরা অজানা শঙ্কায় ভুগছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘন ঘন ছাত্র সংঘর্ষ এবং অচলাবস্থার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়ে আসছে। একই সময়ে আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে বিভিন্ন বর্ষের সেশন জট। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে সেশন জট তিন বছর ছাড়িয়ে গেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।